প্রথম আলো
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

৪৬

বেতগ্রাম কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের অভিমত

বেয়াড়া ছাত্রদের 'সুপথে' ফেরাতে শাস্তি দেওয়ার মধ্যে অন্যায় নেই

শামছুজ্জামান শাহীন ও কাজী আবদুল্লাহ, *খুলনা*

ছাত্রদের মারধর করা কিংবা শিকল পরিয়ে রাখা অন্যায় কিছু নয়। কওমি মাদ্রাসাগুলোতে এ রকম শাস্তি দেওয়ার রেওয়াজ অনেক পুরোনা। এর মাধ্যমে ছাত্রদের কল্যাণ হয়। বেয়াড়া ছাত্রদের 'সুপথে' ফেরাতে শাস্তির দেওয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই।

খুলনার ডুমুরিয়ার বেতগ্রাম কওমি মাদ্রাসার শিক্ষকরা ছাত্রদের নির্যাতনের পক্ষে এমনই মত দিয়েছেন। গত রোববার মাদ্রাসার শিক্ষকদের নির্যাতনে ১০ বছরের শিশু শিমুল গুরুতর আহত হয়। খালার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার 'অপরাধে' শিমুলকে শিকল দিয়ে বেঁধে ১৫০ বেত্রাঘাত করেন মাদ্রাসার বড় হুজুর ও শিক্ষকরা।

নির্যাতনে শিমুলের শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারপরও ক্ষান্ত হননি শিক্ষকরা। তারা ২৪ ঘণ্টা শিমুলকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন। চিকিৎসার পরিবর্তে গলায় বেঁধে দেন তাবিজ।

শিমুলকে বেত্রাঘাতকারী শিক্ষক মাওলানা আবদুল মোমিন বলেন, শিমুলকে ১৫০ বেত মারা হয়নি। ২০ থেকে ২৫টি বেত্রাঘাত করা হয়েছে। ও খুব দুষ্টু। এ জন্য ভর্তির পর থেকে ওকে শেকল পরিয়ে রাখা হয়। শিমুলের বাবার অনুমতিতেই এমনটা করা হয় বলে তিনি দাবি করেন।

মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা সাঈদুজ্জামান বললেন, দুষ্টু ও বেয়াদব প্রকৃতির ছাত্রদের ভদ্র, শান্ত ও ধার্মিক করতে শাস্তি দেওয়ার বিধান পবিত্র কোরানেই আছে। ছাত্রের মঙ্গলের জন্য সামান্য শাস্তি দেওয়ায় দোষের কিছু নেই। কওমি মাদ্রাসাগুলোতে এ রকম শাস্তি দেওয়ার রেওয়াজ অনেক পুরোনো।

শিমুলের বাবা সালাহউদ্দিন মোড়ল বলেন, ছেলেকে শিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি করেছিলাম; মেরে ফেলার জন্য নয়। একজন শিশুর ওপর এমন নির্যাতন হতে পারে আমার কল্পনাতেও ছিল না।

মাদ্রাসার পরিচালক বড় হুজুর মাওলানা আবদুস সোবাহানের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে শিক্ষকরা জানান, তিনি চট্টগ্রাম সফরে গেছেন।

মাদ্রাসাটি ঘুরে দেখা যায়, সর্বমোট ১৩৮ জন ছাত্র রয়েছে। সবার বয়স ৮ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। নোংরা পরিবেশে তারা বসবাস করছে। অনেকেই রোগাটে। ছাত্রদের থাকার জন্য দুটি কাঁচা ঘর রয়েছে। এর মধ্যে তালপাতার ছাউনি একটি। চারদিকে বেড়াও নেই।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ও বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম বলেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। একটা ভুল হয়ে গেছে। শিক্ষকরাও অনুতপ্ত। এ রকম আর কখনো হবে না। আমরা এলাকাবাসী খেয়াল রাখব।